খণ্ড ১৭, সংখ্যা ২০ ভাবনগর ডিসেম্বর ২০২৩
Vol. 17, No. 20 BHĀBANAGARA December 2023

বাংলা ভাষায় পুরাণ : উনবিংশ শতকের পুথি ও ছাপা বইয়ের উৎপত্তিস্থল এবং পদ্ধতি

ডানিয়েলা কাপ্পেল্লো

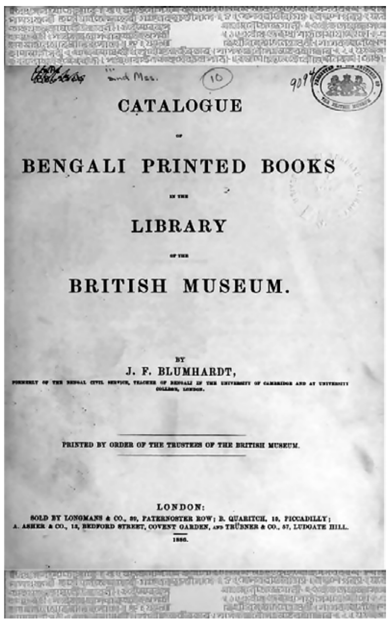

CATALOGUE

BENGALI PRINTED BOOKS

LIBRARY

BRITISH MUSEUM.

BY
J. F. BLUMHARDT,
FORMERLY OF THE BENGAL CIVIL SERVICE, TEACHER OF BENGALI IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE AND AT UNIVERSITY COLLEGE, LONDON.

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM.

LONDON:
SOLD BY LONGMANS & CO., 39, PATERNOSTER ROW; B. QUARITCH, 15, PICCADILLY;
A. ASHER & CO., 13, BEDFORD STREET, COVENT GARDEN, AND TRÜBNER & CO., 57, LUDGATE HILL.
1886.

ব্লামহার্ট প্রণীত ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত বাংলা ছাপা পুথির তালিকা গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র

Bengali Purāṇas: A Methodological Note on 19th Century Manuscript and Print Culture

Daniela Cappello

Abstract

In this short essay, I give an overview of the research and the fieldwork I have been doing in the last year as a post-doctoral fellow at L'Orientale University of Naples (2023). Source-wise this methodological note will serve as an aid for my ongoing research and hopefully for other scholars researching on religious and literary cultures at the crossroad of manuscript and print in modern South Asia. I first joined the ERC Project "Śivadharma" in Naples with the main task to search for any reference and material related to the Śivadharmaśāstra, also known as an upapurāṇa, in modern Bengal, although with little output. I followed in R.C. Hazra and Haraprasad Shastri's footsteps to find out that Shastri's rediscovery of Sanskrit and vernacular manuscripts in the late 19th century and Hazra's historical and critical study of the Purāṇas were complementary ventures in many ways. Both projects had a tremendous impact on shaping a national Bengali literary and cultural identity before and after British rule. Therefore, I re-tailored my research project to study the composition, circulation and impact of Purāṇas in modern Bengal; a virtually little-known topic, if one excludes the more canonical middle Bengali maṅgalkābya, often described as local purāṇas. I here survey a section of the manuscript and printed sources of so-called "Bengali purāṇas" composed or edited in Bangla verses in colonial Bengal.

অক্টোবর ২০২৩ আবার কলকাতায় যাই। অনেকদিন ধরে আমার এই খুব প্রিয় শহরের সাথে দেখা হয়নি। কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় থেকে কলকাতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এবার নতুন একটা উদ্দেশ্যের কারণে কলকাতায় গিয়েছিলাম। ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরু থেকে নাপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিব-ধর্মের প্রজেক্টে যুক্ত হয়ে বাংলায় পুরাণের পুথিগুলো এবং ছাপা বই নিয়ে নতুন গবেষণা প্রস্তাব করেছি। প্রশ্নটা স্বভাবিকভাবেই উঠতে পরে: শিব-ধর্ম এবং পুরাণের মধ্যে কি রকম মিল বা পার্থক্য আছে? পরন্তু শিব-ধর্ম বা শিব-ধর্মের রচনা বলে আমরা কি নির্দেশ করি? বাঙলা অঞ্চলে শিব-ধর্মের প্রভাব অনুসন্ধান থেকে আধুনিক বাংলা পুরাণ নিয়ে গবেষণায় কেন এবং কীভাবে সরে গিয়েছিলাম—সে বিষয়ে আমি পাঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করবো।

অবশ্য শিব-ধর্ম মানে শিবের ধর্ম। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত পণ্ডিতরা সাধারণ শৈব ভক্তদের জন্য আচার-অনুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনী, তীর্থস্থান এবং শিবের প্রতি ভক্তির অনুশীলনে অনুসরণ করার জন্য সঠিক আচরণের বর্ণনা দিয়ে এই শাস্ত্র রচনা করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রজেক্টে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মধ্যযুগের এবং আধুনিক বঙ্গ অঞ্চলে শিব-ধর্মের পুথি প্রচারিত হল কি না বা কি রকমভাবে হয়েছিল—তা আবিস্কার করা। জানা যায়, কিছু দিন থেকে শিব-ধর্মশাস্ত্রের বাংলা লেখায় একমাত্র দুইটি পুথি বঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল[১] আর তা আজকে পর্যন্ত পরিচিত হয়ে আছে। তবু এই সম্প্রদায়ের সমস্ত পুথি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। আমি বাংলা ভাষা এবং আধুনিক সাহিত্যের একজন বিদ্যার্থী, তাই এ বিষয়টি নিয়ে আমার তেমন বেশি কিছু বলার ছিল না। আমি কলকাতা যাত্রার সময় সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ের উপরে কয়েকটা পুথির তালিকা দেখেছিলাম, বিশেষ করে শিব-ধর্ম এবং দেবীমাহাত্ম্য মিলে একটা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পুথি। এটা কলকাতায় বরাহনগর পাঠবাড়িতে রাখা হয়েছিল।তা সত্ত্বেও আমার গবেষণা একটি আলাদা পথে সরে এগিয়ে চলেছে।

সুতরাং ঔপনিবেশিক বাঙলায় শিব-ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখগুলো খোঁজ করতে শুরু করেছিলাম। একটাই পেয়েছি, রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিক ইংলিশ লেখায় *A Defense of Hindoo Theism* (১৮১৭)। তাতে শিব-ধর্মোত্তরের সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক উনি উদ্ধৃতি করেছেন: saṃskṛtaiḥ prākṛtair vāKzair śiṣyam anurūpataḥ/ deśabhāṣādyupāyaiś ca bodhayet sa guruh smṛtah// (Śdhottara cap. 2). রাজা রামমোহনের ইংরেজি ভাষায় শ্লোকের অনুবাদ করেছিলেন: "He who can

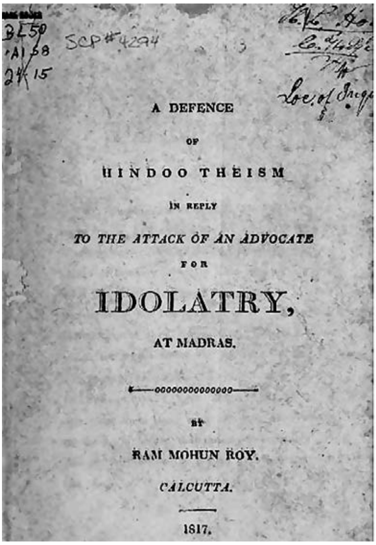

A DEFENCE

OF

HINDOO THEISM

IN REPLY

TO THE ATTACK OF AN ADVOCATE

FOR

IDOLATRY,

AT MADRAS.

BY

RAM MOHUN ROY.

CALCUTTA.

1817.

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতি

interpret, according to the ratio of the understanding of his pupils, through Sungscrit, or through the vulgar languages, or by means of the current language of the country, is entitled spiritual father" (Ray 1817: 123)। শ্লোকের মানে হলো—যিনি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষা দেবেন, তাকে ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু পণ্ডিতরা শাস্ত্রের অনুবাদ করার জন্য রাজা রামমোহনকে আক্রমণ করেছিল বলে উনি এই শ্লোকটি উল্লেখের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানও প্রাকৃত ভাষায় দেওয়া যেতে পারে—এমন কথা প্রমাণ করেছিলেন। রামমোহনের লেখা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামিকে স্পষ্ট একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত শ্লোক ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাইনি। তবু এই শ্লোক এবং আরও দু-তিন শিব-ধর্মশাস্ত্রের উদ্ধৃতি খুঁজে পেয়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, বাংলা অনুবাদে পুরাণ খুব দরকারি বিষয় ছিল। তা ছাড়া, বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত পুরাণশাস্ত্রের পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা দ্বারা শিব-ধর্ম একটি পুরাণ বা উপপুরাণের হিসেবে বিবেচনা করা হতে আমাদের জানা ছিল (Hazra 1954)। তাই কলকাতার সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—বাংলা ভাষায় পুরাণ পুথি এবং সংস্করণ খুঁজে দেখা।

তখন আমি শিবের উপরে বাঙলা পুরাণ নিয়ে গবেষণা করার কথা ভাবছিলাম, যার কারণে এই বিষয়ে কিছু লেখা পড়ে (আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, ১৯৩৯) শিবায়নের সাহিত্য খুঁজে পেয়েছিলাম। শিবের গান বা শিবায়ন বাংলায় খুব প্রাসঙ্গিক এবং সুপ্রচারিত লোক সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল, বিশেষ করে অষ্টদশ শতাব্দীতে, যার মধ্যে অনেক পৌরাণিক আর লৌকিক উপাদান আছে। আমি খুব আনন্দে আবিষ্কার

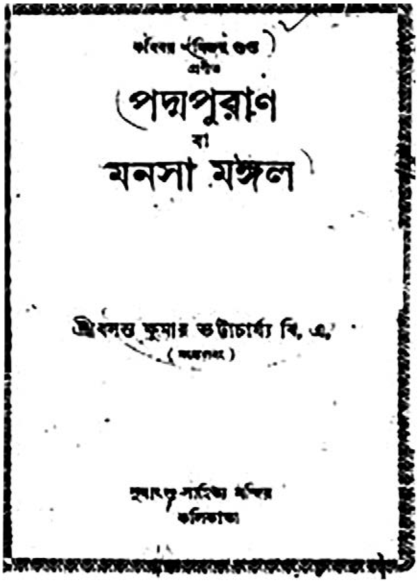
প্রণীত
পদ্মপুরাণ
বা
মনসা মঙ্গল
শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কলিকাতা

পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের আখ্যাপত্র

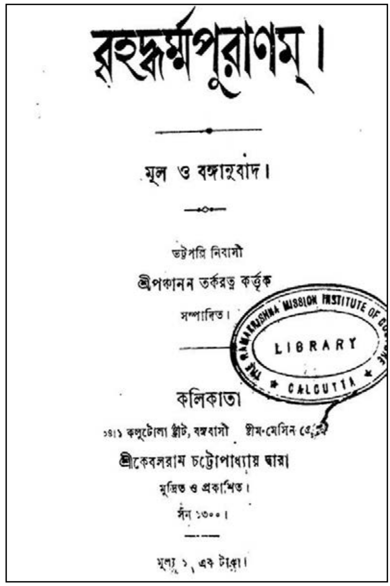
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্।
মূল ও বঙ্গানুবাদ।
ভটপল্লি নিবাসী
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।
কলিকাতা
৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১৩০০।
মূল্য ১, এক টাকা।
THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণমে্র বঙ্গানুবাদের আখ্যাপত্র

করেছিলাম—একজন বাঙালি শিব, রাঢ়ের ধর্ম ঠাকুর পূজার সাথে যার অনেক মিল রয়েছে, যিনি গাঁজা খেয়ে থাকেন, যার কাছে টাকা নেই। উদাহরণ—তার স্ত্রী উমা তাকে ভিক্ষা ছেড়ে দিতে আর চাষের কাজ শুরু করা উচিত বলে তাকে ধমক দিতো। এই বাঙালি শিবের রূপ এক কৃষক দেবতায় পরিণত হয়েছিল: একদিন বিশ্বকর্মা শিবের ত্রিশূল লাঙ্গল রূপে তৈরি করে দিয়েছিলেন। তবু শিব-ধর্মের প্রজেক্টের জন্য এই রকমের পৌরাণিক/লোকসাহিত্যের বিষয়ে আগ্রহ বেশি ছিল না, তার জন্য আমরা অন্য সময়ে গবেষণা করতে চেয়েছিলাম। পুরাণ, অনুবাদ এবং আঞ্চলিক (vernacular) বা দেশি ভাষা ঔপনিবেশিক বঙ্গে খুব আগ্রহিক জ্ঞানের ক্ষেত্র হয়ে উঠছিল বটেই।

তবু "বাংলা পুরাণ" শব্দটি বিদ্যার্থীরা যখন ব্যবহার করেন, তারা সাধারণত মঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করেন। মঙ্গলকাব্য মানে সেগুলো সুপ্রসিদ্ধ মধ্যযুগের বাংলা কাব্য, যেগুলো পাঁচালি বা পালাগান রূপে মনসা বা চণ্ডীর মতো আঞ্চলিক দেবতাদের স্তুতি করে রচিত ও পরিবেশিত। এই রচনাগুলি পৌরাণিক কাহিনী এবং লৌকিক আখ্যান মিশিয়ে যাত্রা বা উৎসবের সময় পরিবেশিত আর আবৃত্ত হয়ে থাকে। বেশির ভাগ মঙ্গলকাব্য আর একটা নামে পরিচিত হয়: পুরাণ, ঠিক *মনসামঙ্গল* বা *পদ্মাপুরাণের* মত (Dušan Zbavitel 1976: 156)। সম্ভবত এই কাব্যগুলো মঙ্গলকাব্য প্রাক-ঔপনিবেশিক কাল থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ, বহুকাল ধরে বঙ্গ জুড়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। যেহেতু এই মঙ্গলকাব্য দেশীয় ধর্ম এবং দেশীয় ভাষায় পুরাণশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে,

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচ্ছদচিত্র

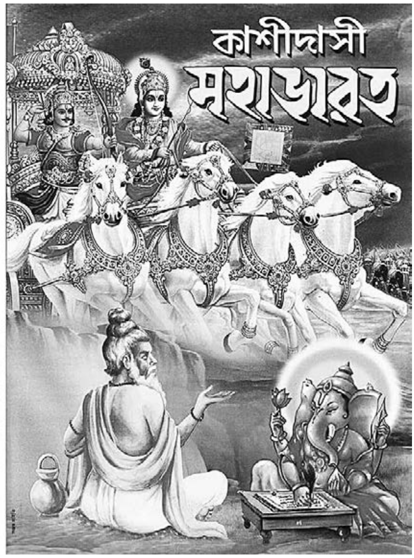

কাশীদাসী মহাভারতের প্রচ্ছদচিত্র

তাই কুমকুম চ্যাটার্জির মতে—এই মধ্যযুগের বাংলা পয়ারের রচনাগুলি বাংলা পুরাণ নামে পরিচিত। লুডো রছেরের (Lubo Rocher 1986) অনুসারে, বাংলা পয়ারে রচিত পুরাণের একটা উদাহরণ হচ্ছে—শূন্য পুরাণ, যেটা বঙ্গের বৌদ্ধ ও শৈব অতীতের একটা দলিল।

মধ্যযুগের বাংলায় লিখিত এবং আবৃত্তি সাহিত্যের পটভূমিতে সংস্কৃত পুরাণ ও ইতিহাসের "বাংলা অনুবাদ" বলে মনে হয় রচনার আরেকটি ধারা। এই প্রবন্ধে বাংলা ইতিহাসের মহাগ্রন্থ আলোচনা না করলেও, *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* আর কাশীরামের *মহাভারতে*র দুটোই সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রচারিত কাব্য ছিল—এইটা উল্লেখযোগ্য।

অথচ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের "অনুবাদ" প্রসঙ্গের ধারণা নিয়ে কি ধরনের মানে বা কি সমস্যা আছে মনে রাখা উচিত। কারণ সেকালের লেখকরা সংস্কৃত থেকে বাংলা ছন্দে পুরাণ রচনা করার সময়, তারা আসলে কোনো অনুবাদের কাজ করেননি। আমরা যেভাবে আজকাল অনুবাদ বিবেচনা করি, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষাতে। তারা আসলে সংস্কৃত শ্লোক "ভেঙে" পয়ারে নতুন করে কাব্য তৈরি করছিল, অভিযোজন করছিল। উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতির উপরে কাজ করতে গেলে একথা মনে রাখা উচিত।

তাই কলকাতায় এসে এরকম পুরাণের বাংলা পুথি খোঁজা আমার গবেষণার একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করি। একই ভাবে ঔপনিবেশিক বাঙলায় ছাপাখানার প্রচলনের সময় পুরাণের ধারায় কি ধরনের রচনা প্রচালিত ছিল—তা বোঝার চেষ্টা করি। প্রাথমিক জরিপে এই ধরনের "পুরাণ" নামে প্রচলিত পুথিগুলো শনাক্ত করি। এই

প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বুঝতে সচেষ্ট হই—"পুরাণ" বলে ধারাটি আদি-ঔপনিবেশিক বাঙলায় কিভাবে চর্চিত ও উপলব্ধি করা হয়েছিল।

পুথি

শুরুতে পুথিগুলো শনাক্তের কাজে পুথির দুটি তালিকার মধ্যে তুলনা করতে চেয়েছিলাম: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত এশিয়াটিক সোসাইটির *A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts* (১৯৪১) এবং যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়* (প্রথম ভাগ, ১৯৭৮)। আরও কয়েকটা পুরাণের বাংলা পুথি পশ্চিমবঙ্গে আর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকলেও, আমি কেবল কলকাতায় সংরক্ষিত পুথিগুলো অনুসন্ধান করেছি। ভট্টাচার্যের তালিকা অনুসারে, বিশেষত রাজশাহী, কুমিল্লা, বর্ধমান এবং কোচবিহারে এলাকায় সেই পুথিগুলো সংরক্ষিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দী অব্দি লিখিত পুথিগুলো এবং মুদ্রিত প্রকাশন—এই গবেষণার ভীষণ আগ্রহের একটি দিক। এই জরিপে বঙ্গে পুরাণের পুথি আর বাংলা অনুবাদে পুরাণের ছাপা বই একটা পরিমাপ কিভাবে উনিশ শতকের হিন্দু ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক পরিচয়ের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল—এটা বুঝতে খুব সাহায্য করে। আর বাংলা ভাষায় পুরাণের অবস্থা কী—সেটাও খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। গবেষণার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে "বঙ্গবাসী" প্রকাশক, তার সম্পাদকরা এবং পুরাণের অনুবাদকদের সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক প্রকাশনের পরিকল্পনায় অনুসন্ধান করা।

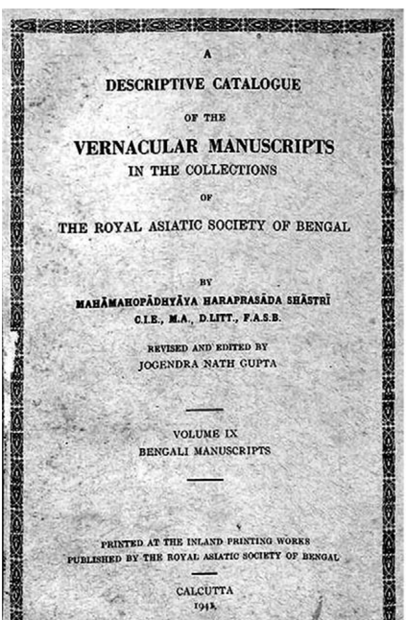
A
DESCRIPTIVE CATALOGUE
OF THE
VERNACULAR MANUSCRIPTS
IN THE COLLECTIONS
OF
THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF BENGAL

BY
MAHĀMAHOPĀDHYĀYA HARAPRASĀDA SHĀSTRĪ
C.I.E., M.A., D.LITT., F.A.S.B.

REVISED AND EDITED BY
JOGENDRA NATH GUPTA

VOLUME IX
BENGALI MANUSCRIPTS

PRINTED AT THE INLAND PRINTING WORKS
PUBLISHED BY THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF BENGAL

CALCUTTA
1941

Price Rs. 10/-

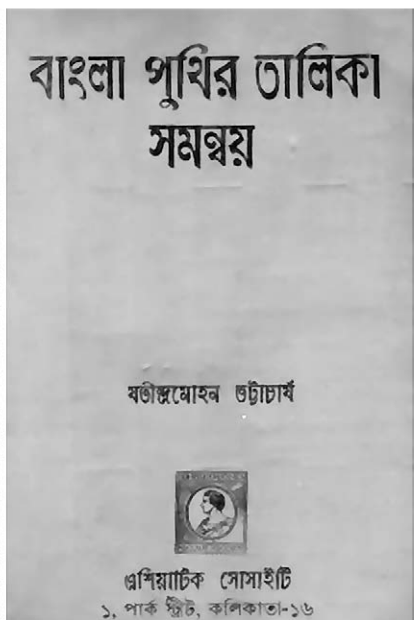
বাংলা পুথির তালিকা
সমন্বয়

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

এশিয়াটিক সোসাইটি
১, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত পুথি তালিকা গ্রন্থের প্রচ্ছদ

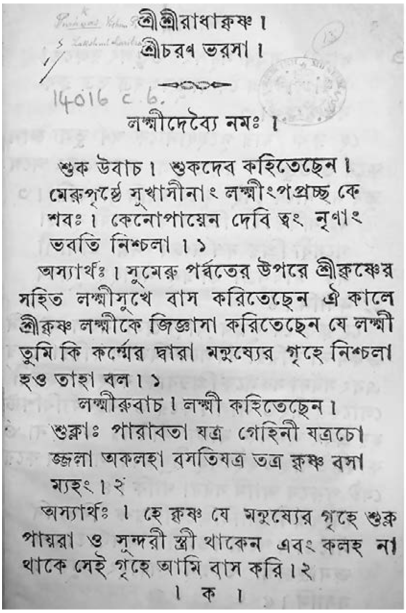

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।
শ্রীচরণ ভরসা ।

14016 c 6.

লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ ।

শুক উবাচ । শুকদেব কহিতেছেন ।
মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীংপপ্রচ্ছ কেশবঃ । কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবতি নিশ্চলা । ১

অস্যার্থঃ । সুমেরু পর্ব্বতের উপরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লক্ষ্মীসুখে বাস করিতেছেন ঐ কালে শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে লক্ষ্মী তুমি কি কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের গৃহে নিশ্চলা হও তাহা বল । ১

লক্ষ্মীরুবাচ । লক্ষ্মী কহিতেছেন ।
শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গেহিনী যত্রচোজ্জলা অকলহা বসতিযত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং । ২

অস্যার্থঃ । হে কৃষ্ণ যে মনুষ্যের গৃহে শুক্ল পায়রা ও সুন্দরী স্ত্রী থাকেন এবং কলহ না থাকে সেই গৃহে আমি বাস করি । ২

। ক ।

ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত বিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীচরিত্রের সংস্কৃত পাঠসহ বাংলা অনুবাদ

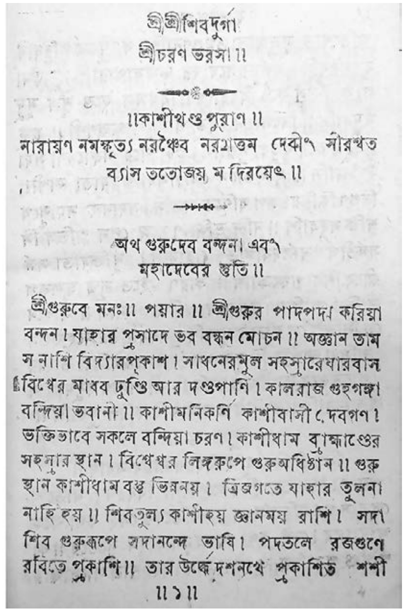

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা
শ্রীচরণ ভরসা ।।

।।কাশীখণ্ড পুরাণ ।।
নারায়ণ নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তম দেবীং সারস্বত ব্যাস ততোজয় মুদিরয়েৎ ।।

অথ গুরুদেব বন্দনা এবং
মহাদেবের স্তুতি ।।

শ্রীগুরুবে মনঃ।। পয়ার ।। শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিয়া বন্দন । যাহার প্রসাদে ভব বন্ধন মোচন ।। অজ্ঞান তামস নাশি বিদ্যারপ্রকাশ । সাধনেরমুল সহস্রারেযারবাস ।। বিশ্বের মাধব ঢুণ্ডি আর দণ্ডপানি । কালরাজ গুহগঙ্গা বন্দিয়া ভবানী ।। কাশীমনিকর্ণি কাশীবাসী দেবগণ । ভক্তিভাবে সকলে বন্দিয়া চরণ । কাশীধাম ব্রাহ্মাণ্ডের সহস্রার স্থান । বিশ্বেশ্বর লিঙ্গরুপে গুরুঅধিষ্ঠান ।। গুরু স্থান কাশীধাম বস্তু ভিন্নময় । ত্রিজগতে যাহার তুলনা নাহি হয় ।। শিবতুল্য কাশীহয় জ্ঞানময় রাশি । সদা শিব গুরুরূপে সদানন্দে ভাবি । পদতলে রজগুণে রবিতে প্রকাশি ।। তার উর্দ্ধে দশনখে প্রকাশিত শশী ।। ১ ।।

ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ড পয়ার ছন্দের ছাপা বই

বিশেষত বঙ্গবাসী প্রকাশক হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র (স্মৃতি, বেদ, তন্ত্র, পুরাণ) বাংলা অনুবাদে কেন এবং কিভাবে প্রচার করা হয়েছে—তাও আবিষ্কার করা আমার বিশেষ অভিপ্রায়। পুথির তালিকা এবং পাণ্ডুলিপির সংখ্যার ভিত্তিতে দেখা যায়—১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বঙ্গে একটা জনপ্রিয় পুরাণ ছিল পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার। শাস্ত্রীর আর ভট্টাচার্যের অনুসারে, এই পুরাণের প্রায় ৪০টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল আর তা বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে। বিশেষ করে ভারতের শিলচর এবং বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, শ্রীহট্ট এবং ময়মনসিংহে পুথিগুলো সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পুথিগুলোর মধ্যে শুধু চারটে কলকাতায় রাখা হয়েছে। এই রচনার মধ্যে অষ্টদশ শতাব্দীর শেষের তারিখের শুধু দুটি পুথি আছে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে।

এছাড়া, নিম্নলিখিত বিবরণে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বাংলায় লেখা পুরাণ-সম্পর্কিত আরও পাণ্ডুলিপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন—স্কন্দ পুরাণের কয়েকটা পুথির মধ্যে কাশীখণ্ড, উত্তরখণ্ড আর ব্রাহ্মোত্তরখণ্ড ছড়িয়ে আছে ভারতের কোচবিহার থেকে কলকাতায়।

বিষ্ণুপুরাণ বঙ্গদেশে আরেকটা খুব প্রচলিত রচনা ছিল। অধিকাংশ পুরাণের বাংলা পুথি বৈষ্ণব প্রসঙ্গে থেকে আসে। আসামে আর কোচবিহারে বিষ্ণুপুরাণের দুটি পুথি আছে। কলকাতায় কয়েকটা বিষ্ণুপুরাণোক্ত লক্ষ্মীচরিত্র আর প্রহ্লাদচরিত্র রক্ষিত, যেগুলো অনেক বার উনবিংশ শতাব্দীতে ছাপিয়ে হয়েছিল। অবশ্য ভগবৎপুরাণের বাংলা ছন্দে প্রচুর পুথি আছে। পয়ারে রচিত পদ্মপুরাণও খুব চালু। এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত

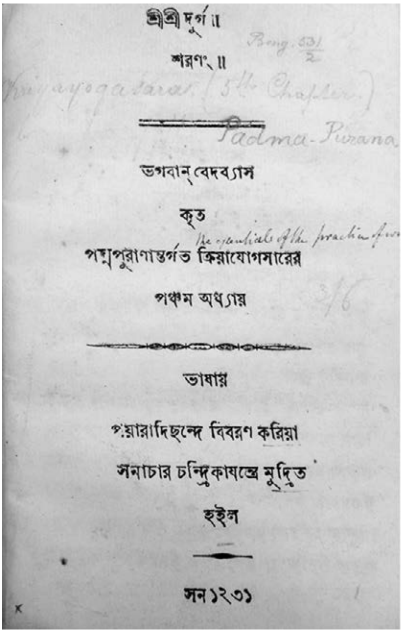
শ্রীশ্রী দুর্গা ॥

শরণং ॥

ভগবান্ বেদব্যাস

কৃত

পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষায়

পয়ারাদিছন্দে বিবরণ করিয়া

সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত

হইল

সন ১২৩১

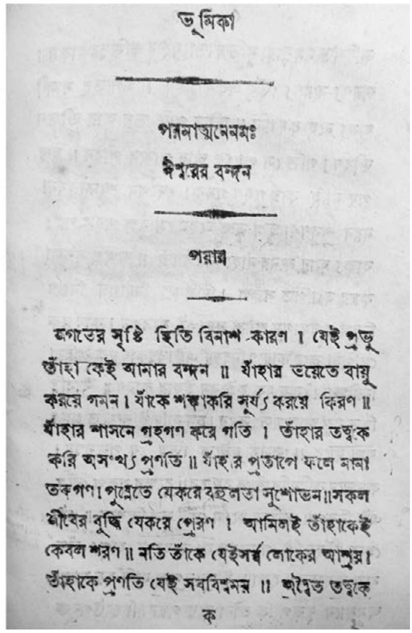
ভূমিকা

পরমাত্মনেনমঃ

ঈশ্বরের বন্দন

পয়ার

জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারণ । যেই প্রভু তাঁহা কেই আমার বন্দন ॥ যাঁহার ভয়েতে বায়ু করয়ে গমন । যাঁকে শঙ্কা করি সূর্য্য করয়ে কিরণ ॥ যাঁহার শাসনে গ্রহগণ করে গতি । তাঁহার তত্ত্বক করি অসংখ্য প্রণতি ॥ যাঁহার প্রতাপে ফলে নানা তরুগণ । পুষ্পেতে যেকরে বহুলতা সুশোভন ॥ সকল জীবের বুদ্ধি যেকরে প্রেরণ । আমিনাই তাঁহাকেই কেবল শরণ ॥ নতি তাঁকে যেইসর্ব্ব লোকের আশ্রয় । তাঁহাকে প্রণতি যেই সববিঘ্নময় ॥ অদ্বৈত তত্ত্বকে

ক

ক্রিয়াযোগসারের পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষায়-এর ছাপা বই (সন ১২৩১)। সৌজন্য ব্রিটিশ লাইব্রেরি বোর্ড (shelfmark 14133.h.1(2), page ক)

এই মহাপুরাণের একটা পুথি কাশীরাম নামের একজন কবির লেখা সৃষ্টিপুরাণ—খুব সম্ভবত *পদ্মপুরাণের* অন্তর্ভুক্ত কাব্য। পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া তুলসীমাহাত্ম্য, নারদপুরাণোক্ত একাদশী ব্রতকথা ও একাদশী মাহাত্ম্য। শাক্ত-সম্প্রদায়ের মহাপুরাণের মধ্যে প্রচুর কালিকাপুরাণ আর দেবীপুরাণ পাওয়া যায়। শিব-সম্পর্কে হাতে লেখা বাংলা পুথি প্রচুর লেখা আছে, যেমন—শিবমাহাত্ম্য, শিবমঙ্গল, শিবপুরাণ ওরফে মৃগলুব্ধ বা শিবায়ন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ সংরক্ষিত রয়েছে উনিশ শতাব্দীর একটি দুর্গাপুরাণ আর কয়েকটা দেবীমঙ্গল।

তবু আজকের পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গে খুব সম্ভবত একটা আদর্শ কাব্যশাস্ত্র বা একটা ক্যানন (canon) তৈরি হয়েছিলো, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, জনপ্রিয় এবং প্রচারিত রচনা অন্তর্ভুক্ত: কাশীদাসের *মহাভারত*, কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *মঙ্গলচণ্ডীগীত*, ক্ষেমানন্দের *মনসাগীত*, গোবিন্দ দাসের *কালিকামঙ্গল*, দ্বিজ মাধবের *কৃষ্ণমঙ্গল* এবং ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* প্রভৃতি। বাংলার সাহিত্যিক জগতে এই অবস্থার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নাথানিয়েল হলহেদ (Nathaniel Halhead) প্রথম মুদ্রিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণের ব্যবস্থা করেন (d'Hubert 2014: 329)। পাঁচালিতে পুরাণের এই ধারাটা সেকালের সবচেয়ে প্রচারিত ও পুনরলিখিত না হওয়া সত্ত্বেও, গবেষণার এই স্তরে যা আমরা করতে পারি অবশ্যয় এই পুঁথির অস্তিত্বকে লক্ষ

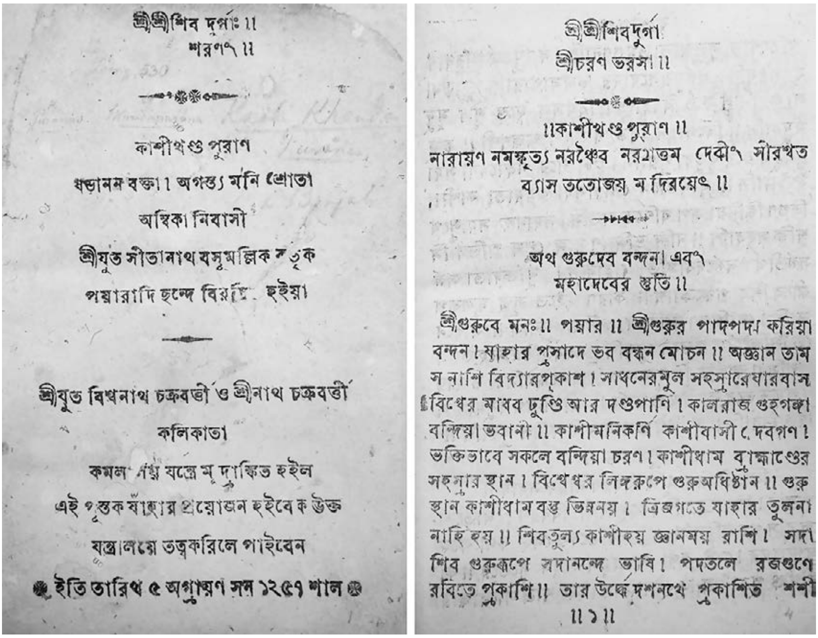
শ্রীশ্রীশিব দুর্গাঃ ॥
শরণং ॥

কাশীখণ্ড পুরাণ
ষড়ানন বক্তা। অগস্ত্য মুনি শ্রোতা
অম্বিকা নিবাসী
শ্রীযুত সীতানাথ বসুমল্লিক কর্তৃক
পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া

শ্রীযুত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা
কমল আলয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল
এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক উক্ত
যন্ত্রালয়ে তত্ত্বকরিলে পাইবেন
ইতি তারিখ ৫ অগ্রায়ণ সন ১২৫৭ শাল

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা
শ্রীচরণ ভরসা ॥

॥কাশীখণ্ড পুরাণ ॥
নারায়ণ নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তম দেবীং সারস্বত
ব্যাস ততোজয় মুদিরয়েৎ ॥

অথ গুরুদেব বন্দনা এবং
মহাদেবের স্তুতি ॥

শ্রীগুরুবে নমঃ॥ পয়ার ॥ শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিয়া বন্দন। যাহার প্রসাদে ভব বন্ধন মোচন ॥ অজ্ঞান তামস নাশি বিদ্যারপ্রকাশ। সাধনেরমূল সহস্রারেযারবাস ॥ বিশ্বের মাধব ঢুণ্ডি আর দণ্ডপাণি। কালরাজ গুহগঙ্গা বন্দিয়া ভবানী ॥ কাশীমনিকর্ণি কাশীবাসী দেবগণ। ভক্তিভাবে সকলে বন্দিয়া চরণ। কাশীধাম ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রার স্থান। বিশ্বেশ্বর লিঙ্গরূপে গুরুঅধিষ্ঠান ॥ গুরু স্থান কাশীধাম বস্তু ভিন্ননয়। ত্রিজগতে যাহার তুলনা নাহি হয় ॥ শিবতুল্য কাশীহয় জ্ঞানময় রাশি। সদা শিব গুরুরূপে সদানন্দে ভাবি। পদতলে রজগুণে রবিতে প্রকাশি ॥ তার উর্দ্ধে দশনখে প্রকাশিত শশী
॥১॥

স্কান্দাপুরানের কাশীখণ্ড পয়ারছন্দের ছাপা বই (সন ১২৫৭)। সৌজন্য ব্রিটিশ লাইব্রেরি বোর্ড (shelfmark 14123.g.1, page ১)

করতে আর বঙ্গে এই পুঁথির পরিমিত একটা প্রচার অনুমান করতে। পুঁথির ভণিতাদের একটা বিশ্লেষণ পাণ্ডুলিপিদের স্থানের উৎস নিশ্চিত করবে। পরন্তু দীর্ঘমেয়াদে একটা গভীর অধ্যায়ন দিয়ে ঔপনিবেশিক বঙ্গের জন্য এই সাহিত্যিক সংস্কৃতির গুরুত্বের মাপ করতে পারবে।

ছাপা বই

কলকাতার যাওয়ার আগে লন্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে বসে কাজ করছিলাম। আমার নিজের গবেষণার জন্য ওখানে অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রথমে ব্লুমহার্তের বাংলা ছাপা বইয়ের তালিকার উপরে কাজ করছিলাম। এই বইয়ের তালিকা প্রাসঙ্গিকভাবেই পুরাণের ছাপানো বই খুঁজে পেতে অনেক সাহায্য করেছে। প্রথম নজরে, পুরাণসম্পর্কিত ছাপা বই আর পুরাণের বাংলা পুথির সঙ্গে শিরোনামে অনেক মিল আছে। বিশেষত এই ব্রিটিশ তালিকায় "বঙ্গবাসী" প্রকাশক সম্পাদিত পুরাণের বাংলা গদ্য অনুবাদ আবিষ্কার করেছিলাম। বেশির ভাগ বঙ্গবাসী পুরাণের ভূমিকা আর অনুবাদকের বিজ্ঞপ্তি পড়ে প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে: সম্পাদকরা তার নিজের হিন্দু ঐতিহ্যের জন্য মহিমান্বিত শব্দ ব্যাবহার করে; তারা ভেবে দেখেন ধর্মোপদেশ প্রচার করার জন্য বাংলা অনুবাদ করতে খুব দরকার, আর উপলব্ধ পুথির ভিত্তিতে তাদের "শুদ্ধ পাঠ" প্রচার করার অভিপ্রায় দেখা যায়। তাছাড়া আরও কয়েকটা বই আমার

নজরে পড়েছে। পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসার, বিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীচরিত্র আর স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড ১৯শ শতকের প্রথমার্ধের তিনটে পুরানো প্রকাশন পাওয়া গিয়েছে। বাংলা পয়ারে ছন্দে রচিত ক্রিয়াযোগসারার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৮২৪/৫ খ্রিষ্টাব্দে (১২৩১ বঙ্গাব্দে) ছাপা হয়েছিল। পয়ারে রচিত লক্ষ্মীচরিত্র সংস্কৃত মূলপাঠ দিয়ে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত (শক ১৭৭৭)। এইপাঠ ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের আরেকটা প্রকাশনে পাওয়া যায়। "কাশীখণ্ড পুরাণ" ১২৫৭ বঙ্গাব্দে (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে) "পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত" হলো। ১৯শ শতকের প্রথমার্ধের এই সমস্ত বইগুলো বঙ্গবাসী অনুবাদের সাথে অনেক পার্থক্য আছে। যেহেতু পুরাতন সংস্কারণ বেশির ভাগ শুধুমাত্র বাংলা ছন্দে প্রচারিত, বঙ্গবাসীর বই সংস্কৃত মূলপাঠ দিয়ে গদ্যে বাংলা অনুবাদ সম্পাদিত হয়। ব্লমহার্তেরের তালিকার ভিত্তিতে দেখা যাবে বৈষ্ণব পুরাণ বেশি ছাপা হয় (*বৃহদ্ধর্মপুরাণ, নারদীয়, বৃহৎনারদীয়, পদ্ম, ভগবৎপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত* ইত্যাদি)। এছাড়া *স্কন্দপুরাণ* বহুরূপে দেখা যাই। ১৯ শতক আর ২০ শতক জুড়ে কাশীখণ্ড, উৎকলখণ্ড ইত্যাদি প্রচুর সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। কালিকাপুরাণও অনেকবার ছাপা হয়েছে।

অবশেষে আদি ১৯ শতক থেকে আদি ২০ শতক অব্দি রচিত পুথি আর ছাপা বই মিলে একটা তুলনামূলক পরীক্ষার কাজে বাংলা ভাষায় পুরাণ আর তার বিভিন্ন সংস্করণ নির্বাচনের মানদণ্ড দেখিয়ে দিতে পারে—বাংলার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়। আমার এই অতি সামান্য প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় পুরাণের উৎপত্তিস্থল ও পদ্ধতির একটা জরিপ দেখাতে ইচ্ছে হলো। আর প্রথম নজরে সত্ত্বেও এই ছোট নিবন্ধ এই আধুনিক বাংলা পুরাণের সাহিত্যিক সংস্কৃতি (literary culture) গবেষণায় ধাপে ধাপে বোঝাতে সাহায্য করবে বলে আমি আশা করি।

ডানিয়েলা কাপ্পেল্লো কলকাতায় ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে, অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৩

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ ক) Śivadharmottara (শিবধর্মোত্তর) MS ADD. 1599 - Date 1682-83 in Bengali script), University Library of Cambridge.
খ) Śivadharmaśāstra (Śantyādhyāya) (G 9967 - Date 1641-1642 in Bengali script on Nepalese paper), Asiatic Society.
এছাড়া আরও দুইটি পুথি পরিচিত হয়। সংস্কৃতে একটা পাণ্ডুলিপি রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু কখনও পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন যে, পাণ্ডুলিপিটি শান্তিপুরে (নদিয়া জেলা) তখন আবিস্কার করা হয়েছিল। আর একটা পুথি আছে বরানগরের পাঠবাড়িতে (উত্তর কোলকাতায়), কিন্তু কেউ তা দেখেননি। পুথিতে দুইটি পাঠ অন্তর্ভুক্ত—শিব-ধর্মশাস্ত্র এবং দেবী-মাহাত্ম্য (সন ১২৪৮ - AD 1843).

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

অশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৪০ (১৩৪৬ সন), *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলিকাতা বুক হাউস, কলকাতা।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭৮, *বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়*, প্রথম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

ইংরেজি

Dušan Zbavitel 1976, *A History of Indian Literature: Bengali Literature* (vol. IX), ed. by Jan Gonda, Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

Haraprasad Shastri, *A Descriptive Catalogue of Vernacular Manuscripts (Bengali)*, Royal Asiatic Society, ed. by Haraprasad Shastri, revised by Jogendra Nath Gupta, 1941 vol. IX.

J. F. Blumhardt 1886, *Catalogue of Bengali printed books in the Library of the British Museum*, London.

Kumkum Chatterjee 2008, "The Persianization of Itihasa: Performance Narratives and Mughal Political Culture in Eighteenth-Century Bengal", *The Journal of Asian Studies* Vol. 67, No. 2 (May) 2008: 513–543.

Ludo Rocher 1986, *A History of Indian Literature: The P*uranas (vol. II), ed. by Jan Gonda, Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

R.C. Hazra 1954, "The Śivadharma", *Journal of the Ganganatha Jha Research Institute* (1952-53), Allahabad.

Ram Mohun Ray 1817, *A Defense of Hindoo Theism in Reply to the Attack of an Advocate for Idolatry, at Madras*. Calcutta.

Thibaut d'Hubert 2014, "La diffusion et l'usage des manuscrits bengalis dans l'est du Bengale, XVIIe-XXe siècles," *Eurasian Studies*, XII (2014): pp. 325-356, et planches V-VIII.